প্রথম আলো

28 OCT 2013

২০ ৭

৩৮ শিক্ষকের ভুয়া সম্মতি জমা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন

আহমেদ জায়িফ ●

পোর্ট সিটি ইউনিভার্সিটি

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৮ শিক্ষকের চাকরির ভুয়া সম্মতিপত্র দেখিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনুমতি নিয়েছে পোর্ট সিটি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি। চাকরির সম্মতিপত্রে এসব শিক্ষকের নকল সই ব্যবহার করেছেন উদ্যোক্তারা। এমনকি গোপনে তাঁদের পূর্ণাঙ্গ জীবনবৃত্তান্ত জমা দেওয়া হয়েছে।

গত বছরের নভেম্বরে বেসরকারি ওই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দিয়েছে সরকার। *প্রথম আলোর* অনুসন্ধানে পোর্ট সিটি ইউনিভার্সিটির এই জালিয়াতির বিষয়টি ধরা পড়ে। আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য এবং ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি এ কে এম এনামুল হক শামীম পোর্ট সিটি ইউনিভার্সিটির বোর্ড অব ট্রাস্টিজের ভাইস চেয়ারম্যান। একই সঙ্গে তিনি স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটির অন্যতম ট্রাস্টি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সহকারী একান্ত সচিব সাইফুজ্জামান শেখরসহ ছাত্রলীগের সাবেক ও বর্তমান কয়েকজন নেতা, কয়েকজন শিক্ষক ও ব্যবসায়ী ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি।

চট্টগ্রামের দক্ষিণ খুলশীর নিকুঞ্জ হাউজিং সোসাইটিতে বিশ্ববিদ্যালয়টি অবস্থিত। এরই মধ্যে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করেছে বিশ্ববিদ্যালয়টি। অনুমোদন চেয়ে ইউজিসি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে দেওয়া পোর্ট সিটি ইউনিভার্সিটির প্রস্তাবনায় ছয়টি বিভাগে ৩৮ জন শিক্ষকের চাকরির সম্মতিপত্র জমা দেওয়া হয়। এর মধ্যে সাতজন শিক্ষকের সঠিক মুঠোফোন নম্বর দেওয়া হয়নি। বাকি

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ১

৩৮ শিক্ষকের ভুয়া সম্মতি

শেষ পৃষ্ঠার পর

৩১ জনের মধ্যে ১৭ জনের সঙ্গে এ বিষয়ে যোগাযোগ করা হয়। তাঁদের অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের নামটি এই প্রতিবেদকের কাছে প্রথম শুনলেন বলে জানান। পোর্ট সিটি ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটে চাকরির সম্মতিপত্র দেখানো এই ৩৮ শিক্ষকের কারও নামই খুঁজে পাওয়া যায়নি। চাকরির সম্মতিপত্র জমা দেওয়া ৩৮ জনের মধ্যে ২৪ জনই বর্তমানে স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষকতা করছেন। তাঁদের নাম স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটেও রয়েছে। বাকি ১৪ জন বিভিন্ন সময় ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন।

সূত্রমতে, স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটির বেশ কয়েকজন ট্রাস্টি পোর্ট সিটি ইউনিভার্সিটির ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য। যে কারণে সম্মতির তোয়াক্কা না করে স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটির শিক্ষকদের নাম, জীবনবৃত্তান্ত এবং সই ব্যবহার করা হয়েছে।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনের ধারা ৬ এর ৭ উপধারায় প্রস্তাবিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োজিত শিক্ষক অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত থাকিলে তাহাদের মূল নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত ছাড়পত্র জমা দিতে হবে। কিন্তু স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে চাকরিরত ২৪ শিক্ষকের কারোরই ছাড়পত্র জমা দেওয়া হয়নি।

একই ধারার ৬ উপধারায় বলা হয়েছে, 'প্রস্তাবিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় উহার প্রত্যেক বিভাগ, প্রোগ্রাম ও কোর্সের জন্য কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত পূর্ণকালীন যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ করবে।'

পোর্ট সিটি ইউনিভার্সিটির প্রস্তাবনায় ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদে সাত, ইংরেজি বিভাগে সাত, আইন, সাংবাদিকতা ও কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ছয় এবং অর্থনীতি বিভাগে পাঁচজন শিক্ষকের জীবনবৃত্তান্ত ও তাঁদের নিয়োগের সম্মতিপত্র জমা দেয়।

জানতে চাইলে পোর্ট সিটি ইউনিভার্সিটির প্রস্তাবনায় অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক পদে চাকরির সম্মতিপত্র দেখানো বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান এ টি এম জহুরুল হক *প্রথম আলোকে* তিনি বলেন, 'ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।' তিনি বলেন, এটি গর্হিত কাজ। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ইউজিসির প্রতি আহ্বান জানান তিনি। উল্লেখ্য, স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটির অর্থনীতি বিভাগের প্রধানের দায়িত্বে রয়েছেন তিনি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের বর্তমান চেয়ারম্যান অধ্যাপক তাহমিনা আহমেদকে বিশ্ববিদ্যালয়টির ইংরেজি বিভাগে অধ্যাপক পদে চাকরির সম্মতিপত্র দেখানো হয়েছে। যোগাযোগ করলে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে *প্রথম আলোকে* বলেন, 'পোর্ট সিটি ইউনিভার্সিটির নামও শুনিনি। এটা কি বাংলাদেশে খুলেছে?' তিনি বলেন, 'নামটা ব্যবহার করতে হলে অনুমতি নিতে হবে। দিস ইজ নট ফেয়ার।' বেশ আগে তিনি কিছুদিন স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে খণ্ডকালীন শিক্ষকতা করতেন বলে জানান।

ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদে অধ্যাপক পদে চাকরির সম্মতিপত্র দেখানো রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক জিনাত আরা বেগম বলেন, 'পোর্ট সিটি ইউনিভার্সিটিতে যোগ দিইনি। এখন স্টামফোর্ডে শিক্ষকতা করছি।' তিনি বলেন, এ বিষয়ে কেউ তাঁকে কিছুই বলেনি।

সাংবাদিকতা বিভাগে চাকরির সম্মতিপত্র দেখানো স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্নালিজম অ্যান্ড মিডিয়া স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান কাজী আবদুল মান্নান বলেন, 'তাই নাকি? আমাকে তো বলা হয়নি। যিনি পোর্ট সিটি করেছেন, তিনি তো স্টামফোর্ডেরই একজন মালিক। এইটার সূত্র ধরে উনি এটা করতে পারেন কি না আমি জানি না।' চাকরির সম্মতিপত্রে তাঁর সইয়ের বিষয়ে তিনি বলেন, 'বিষয়টা আমার জানা নেই।'

কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সহকারী অধ্যাপক পদে চাকরির সম্মতিপত্র দেখানো মাহফুজুল ইসলাম বলেন, 'আমি বুয়েটে শিক্ষকতা করছি। আর স্টামফোর্ডে খণ্ডকালীন ক্লাস নিই।' তিনি আরও বলেন, 'ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, প্রায় সব প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় অনুমতি নেওয়ার সময় এমনটি করে।'

প্রস্তাবনায় সাংবাদিকতা বিভাগে নিয়োগ দেখানো স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটির সাইদা আখতার জাহান ও মো. মোশাররফ হোসেন, আফরোজা সোমাও কোনোরকম সম্মতি দেননি। নাভিদা আদিব নামে আরেক শিক্ষক এখন থাকেন যুক্তরাষ্ট্রে।

অর্থনীতি বিভাগে চাকরির সম্মতিপত্র দেখানো ফারজানা হোসেন ও ফারজানা ইসলাম এবং বিজনেস স্টাডিজের রোকসানা রহমান, রোমানা আফরোজ, মাদিহা খান, ফাহিমা মেহজাবিন কেউই সম্মতি দেননি। আর বিজনেস স্টাডিজে নিয়োগ দেওয়া ফারজানা ইসলাম একসময় স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করলেও এখন যুক্তরাষ্ট্রে থাকেন।

এ বিষয়ে যোগাযোগ করলে এ কে এম এনামুল হক শামীম বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য মজিবুর রহমানের সঙ্গে কথা বলার পরামর্শ দেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অণুজীববিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক মজিবুর রহমান বলেন, যেসব শিক্ষকের চাকরির সম্মতিপত্র দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মৌখিক সম্মতি নেওয়া হয়েছে বলে জানতাম। সম্মতিপত্রে সই থাকার বিষয়ে তিনি বলেন, 'এটা আমাদের ভুল হয়েছে।'

মজিবুর রহমান আরও বলেন, এটা নিয়োগপত্র নয়, স্রেফ সম্মতিপত্র। আনুষ্ঠানিকতার জন্য দিতে হয়, তাই দেওয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আগে এবং অন্যত্র কর্মরত থাকা অবস্থায় কেউ এমন সম্মতিপত্র দিতে রাজি হবেন না। তিনি জানান, অধিকাংশ নতুন বিশ্ববিদ্যালয় এভাবে একটি তালিকা জমা দেয়, পরে অনুমোদন নিয়ে শিক্ষক নিয়োগ করে। পোর্ট সিটিও তা করেছে।

ইউজিসির চেয়ারম্যান এ কে আজাদ চৌধুরী বলেন, 'অনুমোদনের আগে এটি ছিল একটি প্রস্তাবনা। সেখানে প্রস্তাবিত শিক্ষকদের নাম দিলেই চলত। যদি তারা সম্মতিপত্র দেখিয়ে থাকে, তবে তারা বেশি করেছে।'